রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২০, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ই চৈত্র ১৪০৩ বাং/১৯শে মার্চ ১৯৯৭ ইং

এস, আর, ও, নং ৭৩-আইন/৯৭/১৭০০/শুল্ক।—Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৪(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনস্বার্থে, বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Power Generation Station) স্থাপনের লক্ষ্যে টেবিল-১ এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট এবং টেবিল-২ এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস্, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশকে উহাদের উপর আরোপনীয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল।

২। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহার্য নয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস্, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশও নয় এইরূপ পণ্য, যেমনঃ অফিস সরঞ্জামাদি, এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, যানবাহন, গৃহস্থালী ইত্যাদি দ্রব্যাদির উপর এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতী সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

মূল্যঃ টাকা ২·০০

৩। এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতপ্রাপ্ত স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট এবং অস্থায়ীভবে আমদানিকৃত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিকালে উহাদের উপর আরোপনীয় শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে বিক্রয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

টেবিল-১

(১) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।

(২) বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা, ডাইরেক্টর জেনারেল (পাওয়ার সেল), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, অতঃপর প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ বলিয়া অভিহিত, এর নিকট হইতে পরিশিষ্ট-১ এ বিধৃত বিষয়ে চালানওয়ারী একটি প্রত্যয়নপত্র আমদানিকৃত প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট খালাসের সময় সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার পূর্বেই আমদানি করিতে হইবে;

(৪) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট এর চালান খালাসের প্রাক্কালে বিল অব এন্ট্রির সহিত পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক প্যাকিং লিস্ট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) প্রতিটি চালান খালাসের পূর্বে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবরে পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী একটি অঙ্গিকারনামা দাখিল করিতে হইবে।

টেবিল-২

(১) অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পূর্বে যে কোন সময় আমদানি হইতে হইবে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিদেশে ফেরত পাঠাইতে হইবে।

(২) যে সকল ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়, উহার বিবরণ সম্বলিত একটি তালিকা প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনের কমিশনার অব কাস্টমসকে অবহিত করিবেন। এইরূপ ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ অত্র প্রজ্ঞাপনের আওতায় শুল্ক ও কর মুক্তভাবে খালাসযোগ্য হইবে।

(৩) যদি কোন ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ভাংগিয়া যায় বা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ে সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনের কমিশনার অব কাস্টমসকে অবহিত করিলে এবং ছয় মাসের মধ্যে উহা সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনে জমা প্রদান করিলে উক্ত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ অত্র প্রজ্ঞাপনের আওতায় শুল্ক-কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে। উক্তরূপ জমাকৃত অব্যবহৃত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ প্রচলিত নিয়মে নিষ্পত্তি হইবে।

পরিশিষ্ট-১

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১৯শে মার্চ, ১৯৯৭ ইংরেজী তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-এস, আর, ৩, ৭৩-আইন/৯৭/১৭০০/শুল্ক এর টেবিল-১ এর ২ নং শর্ত দ্রষ্টব্য]

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মেসার্স .... বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি এখনও বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায় নাই। প্রত্যয়নাধীন প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত এবং সম্পাদিত চুক্তির আওতায় কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমদানিকৃত। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইনভয়েস নং.. তারিখ.......................... বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিপ্ট নং.. তারিখ.................................... এ উল্লেখিত বিবরণ, পরিমাণ ও মূল্য অনুযায়ী আমদানিকৃত প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট উক্ত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হইবে।

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর ঃ ....

নাম ঃ ....

পদবী ঃ ....

সীল ঃ ....

পরিশিষ্ট-২

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১৯শে মার্চ, ১৯৯৭ ইংরেজী তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-এস, আর, ও, ৭৩-আইন/৯৭/১৭০০/শুল্ক এর টেবিল-১ এর ৫ নং শর্ত দ্রষ্টব্য]

অংগীকারনামা

আমি/আমরা এই মর্মে অংগীকার ও প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ইনভয়েস নং.............. তারিখ.................................... বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিপ্ট নং .... তারিখ .... এর মাধ্যমে আমদানিকৃত প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত এবং উহা প্রতিষ্ঠিতব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে স্থাপিত হইবে। আমি/আমরা আরো অংগীকার করিতেছি যে, আমদানিকৃত প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে স্থাপিতব্য আমার/আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে/স্থানে ব্যবহৃত/স্থাপিত হইলে আমি/আমরা আমদানিকালে উহার উপর প্রযোজ্য সকল শুল্ক ও কর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব এবং উহার জন্য Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর আওতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে আমরা তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

ঠিকানা : ....

....

....

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম ও স্বাক্ষর : ....

তারিখ : ....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খাজা গোলাম সারওয়ার

অতিরিক্ত সচিব (পদাধিকারবলে)।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্‌ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।